যুগান্তর

APR 28 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

সুপ্রভাত বাংলাদেশ

একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা। শিক্ষা লাভের অধিকার বাংলাদেশের নাগরিকের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকলেও সরকার নাগরিকের এই সাংবিধানিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত পরিবারের সুযোগবঞ্চিত ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়া শেখে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়, তারা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে না পড়ে– সেই ব্যবস্থা হিসাবে ১৯৯৩ সালে চালু করা হয়েছিল শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি। সমাজে এর শুভ প্রভাব পড়ে। এরই আলোকে আরেক ধাপ এগিয়ে আগামী অর্থবছর থেকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যের পরিবর্তে চালু করা হচ্ছে শিক্ষার বিনিময়ে বৃত্তি কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা মাথাপিছু মাসিক একশ' টাকা থেকে ১২৫ টাকা শিক্ষা বৃত্তি লাভ করবে। প্রাথমিক স্তরে এই শিক্ষা বৃত্তির জন্য রাষ্ট্রের অতিরিক্ত ৭৫০ কোটি টাকা বার্ষিক ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষা জীবনের সূচনা পর্বে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাবে। গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক এই পদক্ষেপ কিঞ্চিত হলেও তাদের হতদরিদ্র পিতামাতার মনে আশার আলো জ্বালাতে যাচ্ছে। এই আলোয় উদ্ভাসিত হোক বাংলাদেশ। সুপ্রভাত বাংলাদেশ।